খাতওয়া এপ্রিল ২০২০ সালের সাফল্য- বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড

১। **সর্বমোট অর্জন**। বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এপ্রিল ২০২০ মাসে **সর্বমোট ১৪৭ কোটি ৯৯ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮৫৫ টাকা** মূল্যের অবৈধ মালামাল আটক করে।

২। **চোরাচালান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ, বনজ সম্পদ ও পরিবেশ রক্ষা অভিযানে আটককৃত উল্লেখযোগ্য সাফল্য**। এপ্রিল ২০২০ মাসে চোরাচালান, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও বনজ সম্পদ রক্ষা অভিযানে **সর্বমোট ২৮ কোটি ৭৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭৫০ টাকার** অবৈধ পণ্য আটক করা হয়। আটককৃত বিভিন্ন দ্রব্যের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	আটককৃত মালামাল	পরিমাণ	মূল্য (টাকা)
চোরাচালান পণ্য			
১।	ডিজেল/প্যাট্রোল	১,০৮,২৩৩ লিটার	৫৪,০০,০০০/০০
২।	ওয়েল ট্যাংকার	০১টি	৫,০০,০০,০০০/০০
৩।	বাল্কহেড	১৯ টি	-
৪।	সামুদ্রিক মাছ	৪,৪৮০ কেজি	৩,৯১,০০০/০০
৫।	গরু	১৮টি	১২,৬০,০০০/০০
৬।	মোবাইল/মোবাইল কার্ড	০২ টি	২,০০০/০০
৭।	অন্যান্য (কম্বল, শোকেস, ফ্রিজ, ব্যাটারি, চ্যাপিং বোর্ড, রাইজ কুকার, ম্যাট্রেস, গ্লাস, মটর, এয়ার কম্প্রেসর, চেইন, পিলো, ছাগল,মুরগি, চিংড়ি মাছসহ বিভিন্ন অবৈধ দ্রব্য)	৪৪৬ পিস/কেজি	৫,০০,২৫০/০০
৮।	বোট/ট্রাক	১১ টি	৯,১২,০০,০০০/০০
অস্ত্র উদ্ধার			
১।	অস্ত্র	০৪ টি	-
২।	তাজা গোলা	০২ রাউন্ডস্	-
মৎস্য সম্পদ			
১।	কারেন্ট জাল	২,০৮,০৮,৮০০ মিটার	৭২,৮৩,০৮,০০০/০০
২।	বেহন্দি/মশারি জাল	১,৪২৭ টি	৭,০৬,৫০,০০০/০০
৩।	অন্যান্য জাল	৪৪,৯৩,৫৬৫ মিটার	৩৭,২৩,২০,২০০/০০
৪।	জাটকা	১৯,৩৫০ কেজি	৬৬,৩১,৫০০/০০
৫।	রেনু পোনা	১২,৯৫,০০০ পিস	২৫,৯০,০০০/০০
৬।	বোট	১১৩ টি	১,১৮,৪০,৪০৫/০০
মাদকদ্রব্য			
১।	ইয়াবা	৩,৫৬,০০০ পিস	১০,৭৮,০০,০০০/০০
২।	বিভিন্ন প্রকার মদ	৩০০ বোতল	১৬,২০,০০০/০০
৩।	গাঁজা	১,৩০০ গ্রাম	২৫,০০০/০০
৪।	দেশীয় মদ	১৫ লিটার	১,৪৭,৫০০/০০
৫।	সিএনজি/বোট	০৫ টি	২২,৮০,০০০/০০
বনজ সম্পদ			
১।	বিভিন্ন প্রকার কাঠ	১৩,৫০০ ঘনফুট	২,৭০,০০,০০০/০০
পরিবেশে রক্ষা			
১।	হরিণের মাথা	০১ টি	-
২।	হরিণের মাংস	২৬ কেজি	-
আটককৃত জনবল			
১।	বনদস্যু/ডাকাত/অন্যান্য অবৈধ কাজে জড়িত ব্যক্তি	৮৪ জন	-
উদ্ধার অভিযান			
১।	যাত্রী/জেলে উদ্ধার	১৭ জন	
২।	অপহৃত জেরে উদ্ধার	০৩ জন	
৩।	বোট উদ্ধার	০১ টি	

সর্বমোট	**১৪৭,৯৯,৬৫,৮৫৫/০০**

৩। **মৎস্য সম্পদ রক্ষা অভিযান**। মৎস্য সম্পদ রক্ষা অভিযানে এপ্রিল ২০২০ মাসে **সর্বমোট ১১৯ কোটি ২৩ লক্ষ ৪০ হাজার ১০৫ টাকার** ২,০৮,০৮,৮০০ মিটার কারেন্ট জাল, ৪৪,৯৩,৫৬৫ মিটার অন্যান্য জাল, ১,৪২৭ টি বেহুন্দি/মশারি জাল, ১৯,৩৫০ কেজি জাটকা, ১২,৯৫,০০০ পিস রেনু পোনা ও ১১৩টি বোট আটক করা হয়।

৪। **ডাকাত বিরোধী বিশেষ অভিযান।**

ক। গত ১৬ মে ২০২০ তারিখ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিসিজি স্টেশান হাতিয়া কর্তৃক হাতিয়া থানার অন্তর্গত ঘাসিয়ার চর এলাকায় ডাকাত বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা হয়। উক্ত অভিযানে ০৫ জন ডাকাত, ০১টি একনালা বন্দুক, ০১ টি পিস্তল, ০২ রাউন্ডস ব্ল্যাংক কাটিজ, ০৩ টি দা, ০১ টি বোট ও ০৯ জন অপহৃত জেলে উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে আটককৃত ডাকাত ও উদ্ধারকৃত রামদা হাতিয়া থানায় এবং উদ্ধারকৃত জেলেদের পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

খ। গত ২৭ মে ২০২০ তারিখ বিসিজি বেইস চট্টগ্রাম কর্তৃক কর্ণফুলী নদীতে নিয়মিত রাত্রিকালীন টহল প্রদানের সময় জানা যায়, পতেঙ্গা মডেল থানাধীন বহিঃনোঙ্গার ব্রাভো এ্যাংকরেজ এলাকায় ডাকাত দল পদ্মা বহুমুখি সেতু নির্মাণ কাজে ব্যবহারের জন্য আনীত Floating Carne, RUI HANG 05 টি চীনে পুনঃরপ্তানীর লক্ষ্যে ব্যবহৃত Tug Boat NINE HAI TUO 5001 জাহাজকে আক্রমন করেছে। তৎক্ষনাৎ বিসিজি টহল দল ঘটনাস্থলে পৌছালে ডাকাত দল কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে পালানোর চেষ্টা করে এবং পরবর্তীতে মেরীন একাডেমীর নিকট হতে ০৮ ডাকাতসহ ০৩টি দেশীয় বন্দুক, ০২টি একনালা বন্দুক, ০৬ রাউন্ডস ব্ল্যাংক কাটিজ ও ০১ টি বোট উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে আটককৃত ডাকাত ও উদ্ধারকৃত মালামাল পতেঙ্গা মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়।

৫। **করোনা অভিযান।** বৈশ্বিক মহামারিতে রূপ নেয়া করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সর্বপ্রথম চীনের উহাং শহরে গত ডিসেম্বর ২০২০ এ প্রথম শনাক্ত হয়। এরপর থেকে এই ভাইরাসটি অতি দ্রুত চীনসহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তারই ধারাবাহিকতায় গত ০৮ মার্চ ২০২০ সর্বপ্রথম বাংলাদেশে এই ভাইরাসটি শনাক্ত হয়। এতদ্প্রেক্ষিতে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরসহ জোনসমূহের অপারেশান্স রুমে করোনা মনিটরিং সেল গঠনের মাধ্যমে সার্বক্ষিনিক করোনা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক লকডাউন নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড দায়িত্বাধীন এলাকাসমূহে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে চোক পয়েন্ট স্থাপনকরতঃ নৌপথ ব্যবহার করে লঞ্চ/ট্রলার/বোটের মাধ্যমে ঢাকা/নারায়ণগঞ্চ হতে বিভিন্ন এলাকায় গমনে নিরুৎসাহিত করা, সামাজিক দূরুত্ব নিশ্চিত করা ও সাধারণ জনগনের মধ্যে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা বুদ্ধি করা হয়। এছাড়াও কোস্ট গার্ড কর্তৃক উপকূলীয় অঞ্চলের গরীব, দুঃস্থ জেলেদের মাঝে চিকিৎসা সামগ্রী ও ত্রাণ বিতরণ চলমান রয়েছে।

৬। **বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কর্তৃক ঘূর্ণিঝড় আম্পান এ পরিচালিত কার্যক্রম** গত ১৩ মে ২০২০ দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর এবং তৎসংলগ্ন দক্ষিণ আন্দামান সাগরে সৃষ্ট লঘুচাপ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে গত ১৫ মে ২০২০ 'ঘূর্ণিঝড় আম্পান" এ পরিণত হয়। এ উপলক্ষ্যে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরসহ সকল জোনসমূহে ঘূর্ণিঝড় মনিটরিং সেল গঠন করতঃ উপকূলীয় এলাকার কোস্ট গার্ডের নিজস্ব স্টেশান/আউটডপোস্ট, স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সার্বক্ষিনিক যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। সকল মাছ ধরার নৌকা/ ট্রলারকে সমুদ্রে থেকে প্রত্যাহার এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সাগরে গমন করা থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। স্থানীয় জনসাধারণকে শুকুনো খাবার ও বিশুদ্ধ খাবার পানি স্টক করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। কোস্ট গার্ড এর জাহাজসমুহ দূর্যোগ পরবর্তী উদ্ধার ও ত্রান বিতরণের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়। ঘর্ণিঝড়েরর সময় উপকূলীয় অঞ্চলে কোস্ট গার্ড স্টেশান, আউটপোস্ট ও সিসিএসসি সাইক্লোন আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। যে কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য মেডিকেল টিম এবং ডাইভিং টিম প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। ঘূর্ণিঝড়ের সময় সার্বক্ষণিক AFD, MoHA, MoDMR, NAVY এবং BAF সংস্থাসমূহের মিনিটরিং সেলের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। ২০ মে ২০২০ তারিখে বিকেলে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ হয়ে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আম্পান আঘাত হানে। দুর্যোগ কালীন সময়ে উপকূলীয় এলাকার বিভিন্ন স্টেশান/আউটপোস্ট/ সিসিএসসিতে সর্বমোট ২,৪২৭ জন আশ্রয় গ্রহন করে। এছাড়াও অনেক গবাদী পশুর নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ঘূর্ণিঝড় শেষে উপকূণীয় এলাকায় SAR Operation পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও কোস্ট গার্ড কর্তৃক ঘূর্নিঝড় আম্পান কবলিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে চিকিৎসা সহায়তা ও ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।